ঝিনাইদহে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক আলোচনা সভা

ঝিনাইদহের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শহরের কৃষ্ণনগর পাড়ার ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)’ সন্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা মানবাধিকার নেটওয়ার্কের সহসভাপতি এন এম শাহজালালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো.টিপু সুলতান, কনসালটেন্ট সৈয়দ রোকন উদ্দীন, ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঝিনাইদহ বিসিকের উপ-মহাব্যবস্থাপক সেলিনা রহমান, পরিবার পরিকল্পনার উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) এর নির্বাহী পরিচালক শরিফা খাতুন, কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক জাফর উদ্দীন রাজুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সভায় বিগত তিন মাসের জেলার অপরাধের পরিসংখ্যান চিত্র তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে মুক্ত আলোচনা করে ৬টি উপজেলার সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার অপরাধের বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ জেলার মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং তা উত্তরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষায় নিজেদের সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন সভা

আওয়ামী ফ্যাসিবাদ আমলে ঝিনাইদহে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে ঝিনাইদহ শহরের আলহেরা বাইপাস এলাকার একটি

মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে শহর ও জেলা শিবির।

আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিবিরের কেন্দ্রীয় মানবাধিকারা বিষয়ক সম্পাদক সিফাত উল আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমীর আলী আযম মো. আবু বকর, জেলা শিবির সভাপতি আরিফ হোসেন, সেক্রেটারি ওবাইদুর রহমানসহ গুম ও কারাভোগী নেতাকর্মীরা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, আওয়ামী সরকারের সময় মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। তারা বলেন, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন, গুম করে মাসের পর মাস অমানবিক আচরণ এবং ক্রসফায়ারের নামে শিবিরের নেতাদের হত্যার ঘটনা বারবার ঘটেছে।

বক্তারা এসব অপরাধের সাথে জড়িত পুলিশ সদস্যসহ সকলকে বিচারের আওতায় আনার দাবী জানান।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ শহর শাখা ও জেলা শাখার সেক্রেটারি পারভেজ ও ওবাইদুর রহমান। সভায় আওয়ামী ফ্যাসিবাদ আমলে ঝিনাইদহে গুম, খুন এবং মামলা হামলার শিকার নেতাকর্মীদের অবর্ণনীয় কারানির্যাতনের লিখিত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি বলেন, সব হত্যাকান্ডের পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে, এ ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারগুলোর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ভবিষ্যতে গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে কঠোর আইন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

ঝিনাইদহে মানবাধিকার রক্ষা বিষয়ক সংলাপ

ঝিনাইদহে নেটওয়ার্কিং শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (১৫ মার্চ) দুপুরে ওয়েলফেয়ার এফোর্টস এর প্রশিক্ষণ হলে এ সভার আয়োজন করা হয়।

ওয়েলফেয়ার এফোর্টস ও মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ বিসিকের উপ-ব্যবস্থাপক সেলিনা রহমান, ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি (তদন্ত) জহুরুল ইসলাম, সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের কো-অর্ডিনেটর টিপু সুলতান। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মানবাধিকার ডিফেন্ডার ফোরামের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু ও পরিচালনা করেন উই এর পরিচালক শরিফা খাতুন।

এ্যাডভোকেসি সভায় মানবাধিকার কর্মী, সমাজসেবক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি, প্রবীণ নাগরিক, নারী নেত্রী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা মানবাধিকার রক্ষায় নেটওয়ার্কিং ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নাগরিক অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে মানবাধিকার রক্ষায় দিলারা পারভীনের অনন্য স্বীকৃতি

মেহেরপুর জেলার মানবাধিকার ও সমাজসেবার অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীন ‘মানবিক কন্যা’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

এটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় স্বীকৃতি, যা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও মানবিকতার নিদর্শন বহন করে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে শনিবার (১ মার্চ ) বিকেলে শহরের শরীফ আহমেদের আম্র কাননে

এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল আজিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যবসায়ী মোঃ মশিউর রহমান খান ও সমাজসেবক মোঃ মুক্তার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক শরিফ আহমেদ।

এছাড়াও এসময় সাংবাদিক রফিকুল আলম, মোঃ আজমাইন হোসেন, মেরিয়েন শুভ্রতা, সমাজসেবী নিলুফার ইয়াসমিনউপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, যারা মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। মানবতার সেবায় দিলারা পারভীনের এই অবদান শুধু মেহেরপুর নয়, পুরো দেশবাসীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর এই অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মনিবেদন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে দিলারা পারভীনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মেহেরপুরে মানবাধিকার সংগঠন মউক এর সাধারণ সভা

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের “মউক” ৫৫ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ৩ টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের “মউক” হলরুমে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মউক এর নির্বাহী পরিষদের সভাপতি মোঃ ছায়ফুল ইসলাম। সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় আগামী ৩ বছরের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়, মোঃ ছায়ফুল ইসলামকে সভাপতি ও আশাদুজ্জামান সেলিমকে সাধারণ

সম্পাদক পদে সদস্যদের সরাসরি প্রস্তাবে নির্বাচিত করা হয়।

সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করেন পরিষদের সদস্য সাদ আহাম্মদ, মুরাদ হোসেন ও সানজিদা কাজল। সংস্থার বর্তমানে বিভিন্ন বাস্তবায়িত কর্মসূচি গুলি নিয়ে পর্যালোচনাসহ আগামীতে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মসুচি গ্রহন করা হয়। সাধারণ সভায় সংস্থার সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার কর্মীদের অপরাধের বিচার করা যাবে না?

ধরুন, আপনি সারাজীবন আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করেছেন, কখনও আপনার নিজ বাসায় আপনি উঁচু স্বরে কথা বলেননি। দান খয়রাতে আপনার হাত ভালো, মানুষের বিপদে আপনি বেশিরভাগ সময় সাড়া দেন। আপনি একজন আসলে ভালো মানুষ। কিন্তু কাজের জায়গায় আপনার বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ করেন অনেকে। সেটা হয়তো আপনার প্রতিবেশী বা পরিবারের মানুষদের জানা নেই। লুকিয়ে ছাপিয়ে দুর্নীতি এমন করেছেন যে একসময় প্রতারিত মানুষেরা এক হয়ে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। প্রথম কাজ হিসেবে তারা আপনার ঘুষের তথ্যগুলো প্রকাশ করলো। এরপর একে একে আপনার যাবতীয় অপকর্ম বেরিয়ে আসতে থাকলো এবং আপনি আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর হাতে ধরাও পড়লেন। এখন, আপনি ভালো লোক, দানশীল, মানবিক, তাই বলে আপনার সেই অপকর্মের বিচার হবে না?

মানবাধিকার সংগঠন ‘অধিকার’-এর সম্পাদক আদিলুর রহমান খান শুভ্র এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলান ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে ৬১ জনের মৃত্যুর বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচার করে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নের অপচেষ্টা চালান। বিভিন্ন গণমাধ্যমের ও সরকারের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, তার তালিকার ৬১জন মৃত ব্যক্তি আসলে মৃত নন। পরে তাদের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) আইনের ৫৭ ধারার মামলা হয়। ২০১৩ সালের ৪ মে শাপলা চত্তরে হেফাজতে

‘হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সমাবেশ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন’ শীর্ষক প্রতিবেদন। যেখানে উল্লেখ করা হয় ওই সমাবেশে ৬১ জন হেফাজত নেতাকর্মী নিহত হয়েছে। তবে প্রতিবেদনে একই ব্যক্তির নাম কয়েক জায়গায় উল্লেখ করে নিহতের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫টি ক্রমিকে একই ব্যক্তির নাম দুইবার দেয়া হয়েছে। সেইসাথে জীবিত ব্যক্তিকে মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে ৪ স্থানে। অন্যদিকে, ৭ জনের নামে ভুল তথ্যসহ তালিকায় কাল্পনিক চরিত্রের নাম ঢোকানো হয়েছে আরও ১১টি। নিহতের তালিকা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ওই তালিকায় নিহত ৬১ জনের মধ্যে ৩৪ জনের নামের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে।

শাপলা চত্বরে অবস্থান নিয়ে দিনব্যাপী তান্ডব চালানোর সেই দিন যারা স্মরণ করতে পারেন তারা কি নিজেদের একটা প্রশ্ন করবেন? ওই দিন রাতের ঘটনার পরে যখন ৬১জন নিহতের মিথ্য তালিকা কোন মানবাধিকার সংগঠন সামনে আনে তখন তাকে বিচারের মুখোমুখি করা কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়? তিনি মানবাধিকার সংগঠন করেছেন, সেই সংগঠনের তিনি নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি বেশকিছু মিথ্য তথ্য দিয়ে যদি ঘোলাটে ও রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে তোলেন তাকে কী করা উচিত ছিলো বলে মনে করেন? আর দশজন মানুষ কোন কাজ করলে যে প্রক্রিয়ায় তাকে শাস্তি পেতে হতো, সেই একই প্রক্রিয়া আদিলুরের বেলায় কেনো নেওয়া যাবে না? একই রাষ্ট্রে কীভাবে একই অপরাধে দুইরকম নিয়ম হতে পারে। ফলে যারা দাবি করছেন, এই রায় বাতিল করতে হবে, আদিলুর ও এলানকে মুক্তি দিতে হবে তারা আইনের শাসনের কথা পরবর্তীতে বলতে পারবেন তো? বিস্ময় জাগে যখন মানবাধিকার নিয়ে যারা কাজ করেন তারা এমনভাবে বিষয়টি উত্থাপন করছেন যে আদিলুরকে বিচারের মুখোমুখি করলে মানুষ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে ভয় পাবে। এবং একজন অধিকার কর্মীকে শাস্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি ব্যাহত হবে। আসলেই কি তাই? মানবাধিকারকর্মী বা তার প্রতিষ্ঠান থেকে যখন ভুল তথ্য ছড়ানো হবে তখন কী আদৌ তিনি বা তার প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার যোগ্যতা রাখেন? সেই জায়গায় প্রশ্ন উত্থাপন করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

আদালতে আদিলুরের অপরাধ প্রমাণিত: ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রস্তাবের কী হবে?

বাংলাদেশের আদালতে আদিলুরের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অথচ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এক যৌথ প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে অধিকারের বিষয়ে সাতটি বিষয় উল্লেখ করা হয়। আইনজীবীরা বলছেন, মানবাধিকারের কথা বলে অধিকার সংগঠনটি দেশকে অস্থিতিশীল করতে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলো। সেটাও মানবাধিকারপরিপন্থী। তাই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তুাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২০১৩ সালে তথ্য প্রযুক্তি আইনে ঢাকার মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে অভিযান নিয়ে তথ্য বিকৃতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান শুভ্র এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের দুই বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াতের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আদালত প্রাঙ্গণে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা দূতাবাসের প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

একইদিনে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। সেখানে মানবাধিকার সংস্থা ’অধিকার’ বাংলাদেশে একটি এনজিও যার নিবন্ধন বাতিলসহ এক দশকেরও বেশি হয়রানির শিকার হয়ে আসছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের সময় মানবাধিকার রক্ষার কথা বলে কিন্তু সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো সরকারের দ্বারা হয়রানি ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওই প্রস্তাবে মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে